প্রথম আলো

তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

৭০০ শিক্ষকের বাধ্যতামূলক পিকনিক!

প্রতিবাদ করায় দুই শিক্ষক লাঞ্ছিত

• এম জসীম উদ্দীন, আমতলী থেকে ●

বরগুনার আমতলী উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতাদের বিরুদ্ধে উপজেলার ১৫৩ বিদ্যালয়ের প্রায় ৭০০ শিক্ষকের কাছ থেকে পিকনিকের জন্য বাধ্যতামূলক চাঁদা তোলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। চাঁদা না দিলে শিক্ষকদের বদলির হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করায় লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন দুই শিক্ষক।

শিক্ষকেরা বলেছেন, ২২ জানুয়ারি পিকনিকের আয়োজন করেছেন শিক্ষক সমিতির নেতারা। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের অভিযোগ, এ জন্য প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য এক হাজার টাকা করে চাঁদা ধরা হয়েছে। উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে চাঁদার অর্থ তুলে তাঁর (জিল্লুর) কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পিকনিকে না গেলেও বাধ্যতামূলক চাঁদা দিতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উপজেলার নীলগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহিদুল হক ও মো. পাভেল এবং বন্দর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাজমা বেগম বলেন, গত বৃহস্পতিবার রাতে আমতলী শহরের স্বর্ণকারপট্টি এলাকায় উপজেলা শিক্ষক সমিতির কার্যালয়ে এ নিয়ে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেন, পিকনিকে কেউ যেতে না চাইলেও এক হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। নারী শিক্ষকদের স্বামীরা পিকনিকে যেতে পারবেন না। শিশুরা যেতে পারবে, তবে সে জন্য জনপ্রতি একই হারে টাকা দিতে হবে। যাঁরা চাঁদার অর্থ দেবেন না, তাঁদের জামায়াত-শিবির সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত করে তালিকা করা হবে। তারপর প্রত্যন্ত এলাকায় বদলি করা হবে।

সভায় এর প্রতিবাদ করায় দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়।

সভায় উপস্থিত ডালাচারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাইফুন্নাহার গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পিকনিকে না গেলেও চাঁদা দিতে হবে এবং নারী শিক্ষকদের স্বামীরা যেতে পারবেন না—এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর আমি প্রতিবাদ জানাই। তখন আমাকে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

বাধ্যতামূলক পিকনিক!

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমর্থন জানান আঙ্গুলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম। এতে জিল্লুর রহমান খুব ক্ষিপ্ত হন। একপর্যায়ে জিল্লুর ও তাঁর সমর্থক কয়েকজন শিক্ষক জাহিদুল ও আমাকে মারধর করেন। তখন অন্য শিক্ষকেরা আমাদের রক্ষা করেন।'

শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষক সমিতির নেতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের ব্যাপারে আপত্তি জানাতে গিয়ে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এটা দুঃখজনক।'

হলদীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মহসিন *প্রথম আলো*কে বলেন, চলতি মাসের শুরুর দিকে উপজেলার প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভায় গোপালগঞ্জে পিকনিকে যাওয়ার জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলার নির্দেশ দেন শিক্ষক সমিতির নেতা জিল্লুর রহমান।

জানতে চাইলে জিল্লুর রহমান গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'পিকনিকে যাওয়ার জন্য আমি কাউকে শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলার নির্দেশনা দিইনি। শিক্ষকেরা স্বেচ্ছায় এই উদ্যোগ নিয়েছেন।' দুই শিক্ষককে মারধরের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, সেখানে কাউকে লাঞ্ছিত বা মারধর করা হয়নি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল মজিদ বলেন, 'শিক্ষকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ আমিও পেয়েছি। এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'